ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৪৫৭
আগরতলা,৩ অক্টোবর,২০২৪

একতা মলের ভূমি পূজন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী
রাজ্যের উৎপাদিত পণ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন
রাজ্যের উৎপাদিত শ্রেষ্ঠ পণ্যগুলিও প্রদর্শিত হবে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রায়শই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বার্তা দিয়ে থাকেন। আর বৈচিত্র্যের মধ্য ঐক্যের এই চিন্তাধারা নিয়েই দেশের ২৮টি রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যেও পিএম একতা মল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ হাঁপানিয়ায় পুরাতন জুটমিল মাঠে পিএম একতা মলের ভূমি পূজন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একতা মলে রাজ্যের উৎপাদিত পণ্যের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন রাজ্যের উৎপাদিত শ্রেষ্ঠ পণ্যগুলি প্রদর্শিত হবে। ফলে রাজ্যের উৎপাদিত পণ্যগুলি দেশের অন্য রাজ্যের কাছে সুপরিচিতি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। তাতে রাজ্যের উৎপাদিত পণ্যগুলি বাজারজাতকরণেরও একটা সম্ভাবনা তৈরি হবে। ফলে রাজ্যের শিল্পী ও কারিগরদের আর্থসামাজিক অবস্থার মানোন্নয়নের পথও খুলে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আধুনিক মল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিষয় রয়েছে তা সবই এই একতা মলে সংযুক্ত করা হয়েছে। মলটি গড়ে উঠলে এই এলাকাটিও বিভিন্নভাবে উপকৃত হবে। সকলকে একসূত্রে বাঁধার অভিনব প্রয়াস হচ্ছে এই একতা মল। এই মলের মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নেরও সম্ভাবনা রয়েছে। একতা মলের নির্মাণ কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ করতে নির্মাণ সংস্থাকে অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, আজকের দিনটি রাজ্যের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। একতা মলটি গড়ে উঠলে শুধু ত্রিপুরা নয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের শিল্পী ও কারিগররাও উপকৃত হবেন। এই মলটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজ্যের ‘ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট’-এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের রাবার, বাঁশকে কেন্দ্র করে শিল্প স্থাপনের উপর সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রীর মার্গ দর্শনে রাজ্য সরকারও আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার ড. শৈলেশ কুমার যাদব বলেন, ৪.১৮ একর এলাকা নিয়ে এই একতা মলটি গড়ে তোলা হবে। একতা মল নির্মাণে ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। একতা মলে রাজ্যের প্রত্যেক জেলার জন্য যেমন স্টল থাকবে তেমনি প্রত্যেক রাজ্যের জন্যও স্টল থাকবে। বহুতল বিশিষ্ট এই একতা মলে অডিটোরিয়াম, ফুড পার্ক, জলাশয়, বাগান সহ নানা সুবিধাও থাকবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মীনারাণী সরকার, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার এবং শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। অনুষ্ঠানে একতা মল নির্মাণকারী সংস্থা রবিরাজ রিয়েলিটি ও ওভাল প্রজেক্টের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।

*****